# বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থীদের জন্য

বিষয় ঃ পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

**প্রথম অধ্যায় ঃ** ব্রিটিশ ভারতে প্রতিনিত্বিশীল সরকারের বিকাশ

## নমুনা প্রশ্ন-০১

বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর ভারতীয় মুসলমানেরা বেশ হতাশ হয়ে পড়ে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অবনতি ঘটে। ফলে তরার তাদের জন্য পৃথক আবাসভূমির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। মুসলিম নেতৃবৃন্দ এ লক্ষ্যে বৃটিশ সরকারের সামনে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে। উক্ত প্রস্তাবে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন আঁকা ছিল।

ক) ভারতীয়দের প্রথম সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল কোনটি? ১

খ) ৩ জুন পরিকল্পনা কি? ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকে যে ঐতিহাসিক প্রস্তাবের কথা বলা হয়েছে তার মূল বৈশিষ্ট্য গুলো আলোচনা কর। ৩

ঘ) উক্ত প্রস্তাবে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন আঁকা ছিল-উদ্দীপকে কথাটি তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

## নমুনা উত্তর-০১

**ক) উত্তরঃ** ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস।

**খ) উত্তরঃ** মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার কারণে ভারতে অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠন নিয়ে কংগ্রেস ও মুসলিমলীগের মধ্যে অর্ন্তদ্বন্ধ চরম আকার ধারণ করে। এ সম্পর্কে ভাপরতের নুতন ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন কংগ্রেস ও মুসলিমলীগ নেতৃবৃন্দের সাথে ক্ষমতা হস্তান্তর ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু এ প্রচেষ্টায় তিনি ব্যর্থ হয়ে ঘোষণা করেন। "ভারত বিভাগ ছাড়া ভারতে শান্তি প্রতিষ্ঠার কোন বিকল্প নেই। পরবর্তীতে সাম্প্রদায়িকতার ভয়াবহতায় কংগ্রেস ভারত বিভক্তি মেনে নিতে বাধ্য হয়। এমতাবস্থায়১৯৪৭ সালের ৩ জুন উক্ত দুই দলের সাথে এক ঘরোয়া বৈঠকে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন যে পরিকল্পনা তুলে ধরেন তা ইতিহাসে জুন পরিকল্পনা নামে খ্যাত।

**গ) উত্তরঃ** উদ্দীপকে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের কথা বলা হয়েছে।
১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ অভিভক্ত পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে মুসলিম লীগের অধিবেশনে অভিবক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক মুসলমানদের ভাগ্যেন্নয়নে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাহাই ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব।
(এ পর্যায়ে বই থেকে লাহোর প্রস্তাবের বৈশিষ্ট্য গুলো লিখবে।)

**ঘ) উত্তরঃ** (লাহোর প্রস্তাবের গুরুত্ব ও ফলাফল লিখবে বই থেকে। বিঃ দ্রঃ মোজাম্মেল হকের বই ২য় পত্র পৃষ্ঠা নং-৪১।)

## নমুনা প্রশ্ন-০২

নিচের ছকটি দেখে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

| |
|---|
| ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ ভারতে সংগঠিত হয় |
| ১৯১১ সালে বাতিল করা হয় |
| হিন্দু জনগণ উৎফুল্ল হয় |
| হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিজয় বলে ধারণা লাভ হয়। |

**ক)** দ্বি-জাতীয়তত্ত্বের প্রবক্তা কে? ১

**খ)** প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বলতে কি বোঝায়? ২

**গ)** উল্লেখিত ছকে কোন ঘটনার ইঙ্গিত রয়েছে?-ব্যাখ্যা কর। ৩

**ঘ)** উল্লিখিত ছকে হিন্দুদের যে প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত -বিশ্লেষণ কর। ৪

## নমুনা উত্তর-০২

**ক) উত্তরঃ** মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।
**খ) উত্তরঃ** প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অর্থ সংবিধান সম্মত উপায়ে প্রদেশে স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ সংবিধানের আওতায় কেন্দ্রিয় সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে প্রাদেশিক সরকার পরিচালনা করার ক্ষমতাকেই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বলে।

এটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য প্রদেশের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়গুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে যখন প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকে এবং প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা প্রাদেশিক আইনসভার কাছে দায়বদ্ধ থাকে। এখন নির্দেশগুলোতে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।
সুতরাং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন হচ্ছে সংবিধানে আওতায় কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণমুক্ত প্রাদেশিক জনগণের নিজেদের শাসন ব্যবস্থা।

**গ) উত্তরঃ** উল্লেখিত ছকে ১৯০৫ সনের বঙ্গভঙ্গের ও ১৯১১ সনের মাধ্যমে বঙ্গভঙ্গ রদের ঘটনার ইঙ্গিত করা হয়েছে।
( এ স্তরে বঙ্গভঙ্গ কি তা লিখতে হবে বই থেকে)
( এ স্তরে বঙ্গভঙ্গরদের কারণগুলি লিখবে বই থেকে)

**ঘ) উত্তরঃ** বঙ্গভঙ্গকে পূর্ববঙ্গের মুসলমানগণ সাদরে গ্রহণ করেছিল এই ভেবে যে তাদের সুন্দর ভবিষ্যৎ রচিত হবে। ব্রিটিশ সরকার এটিকে প্রতিষ্ঠিত সত্য বলা স্বত্ত্বে ও হিন্দু জাতীয়তাবাদী জনগোষ্ঠীর চাপের মুখে বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিল। তাই বলা যায় যে, হিন্দু জনগণ এই ঘটনায় উৎফুল্লই হয়েছিল।
এই ঘটনায় উৎফুল্লই হয়েছিল।
এই ঘটনায় অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া ছিল ভিন্ন। এতে তারা ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ক্ষুদ্ধ হয়েছিল।
(এখানে হিন্দু ও মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া লিখবে বই থেকে)
উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় বঙ্গভঙ্গ রদের ঘটনা হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাই বলা যায় প্রশ্নের মন্তব্যটি যথার্থ।

## নমুনা প্রশ্ন-০৩

প্রায় দুইশত বছর ব্রিটিশ ও উপমহাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও শাসন তান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ঔপনিবেশিক সরকার পার্লামেন্টে এক আইন পাস করে। এই আইনের মাধ্যমে প্রদেশ গুলিতে দীর্ঘদিনের কাঙ্ক্ষিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

ক) ভারতবর্ষের সর্বশেষ গভর্নর কে ছিলেন? ১
খ) লাহোর প্রস্তাবকে পাকিস্তান প্রস্তাব বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ) উদ্দীপকে কোন আইন পাসের কথা বলা হয়েছে? উক্ত আইনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য গুলো লেখ। ৩
ঘ) উক্ত আইন দ্বারা প্রবর্তিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কতটুকু কার্যকর হয়েছিল তা ইতিহাসের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

## নমুনা উত্তর-০৩

**ক) উত্তরঃ** লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন।

**খ) উত্তরঃ** ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের মূলকথা ছিল ভারতের মুসলিম অঞ্চলগুলোকে নিয়ে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা। ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের কথা উল্লেখ থাকলে ও ১৯৪৪ সালে জিন্নাহ সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন যে, মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে একটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠিত হবে। এতে মুসলিম লীগের অনেক নেতা অসন্তুষ্ট হলে ও পরবর্তীতে একাধিক রাষ্ট্রের স্থলে একক রাষ্ট্রের বিষয়টি ব্রিটিশ সরকার অনুমোদন দেয়। আর এ প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে বলে একে পাকিস্তান প্রস্তাব বলা হয়।
**গ) উত্তরঃ** উদ্দীপকে ১৪৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইনের কথা বলা হয়েছে।
* ১৯০৫ সনের ভারত শাসন আইনের প্রধান পাঁচটি বৈশিষ্ট্য বই থেকে লিখবে।
**ঘ) উত্তরঃ** প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কি তা বই থেকে লিখবে।
সর্বশেষে ঃ

যদি ও কাগজে কলমে ভারতবর্ষের প্রদেশ গুলোকে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। বাস্তবে এর কোন অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়নি।

## নমুনা প্রশ্ন-০৪

ঔপনিবেশিক শাসনে জর্জরিত একটি অঞ্চলের জনগোষ্ঠী তাদের দাবি-দাওয়া সরকারের কাছে তুলে ধরার জন্য জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে একটি রাজনৈতিক দলের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়। কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর দেখা গেল ঐ দলটি শুধুমাত্র একটি বৃহৎ ধর্মগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার জন্য কাজ করছে। তখন ধর্মীয়ভাবে বিভক্ত অন্য ধর্মগোষ্ঠীর তাদের দাবি-দাওয়া তুলে ধরার জন্য আরেকটি রাজনৈতিক দল গঠন করে। যারা শেষ পর্যন্ত নিজ ধর্ম সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক আবাসভূমির দাবি করেন।

ক) কখন মর্লিমিন্টো সংস্কার আইন প্রণীত হয়? ১
খ) সাইমন কমিশন কি? ব্যাখ্যা কর। ২
গ) উদ্দীপকের রাজনৈতিক দলটির সাথে তোমার পঠিত যে রাজনৈতিক দলের সাদৃশ্য রয়েছে তার লক্ষ্য ও উদ্দ্যেশ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ) উক্ত রাজনৈতিক দলের কারণে ভারত বিভক্ত হয়ে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়- এ বিষয়ে তোমার মতামত উপস্থাপন কর। ৪

## নমুনা উত্তর-০৪

**ক) উত্তরঃ** ১৯০৯ সনে।

**খ) উত্তরঃ** ১৯১৯ সনের ভারত শাসন আইন ভারতীয় জনগণের আশা আকাঙ্খা পূরণ করতে পারেনি। ফলে ভারতবাসী এই আইনের তুমুল বিরোধীতা শুরু করে। তাই এই আইন পুনবিবেচনা করে ভারতীয় জনগণের দাবি-দাওয়া পরীক্ষা করে দেখার জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯২৭ সনের নভেম্বরে আট সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করে।
কমিশনের সভাপতি জন সাইমনের নামানুসারে এ নামকরণ করা হয় সাইমন কমিশন। এতে কোন ভারতীয় প্রতিনিধি ছিল না বলে এটিকে বিদ্রুপ করে বলা হতো সাদা কমিশন বা অল হোয়াইট কমিশন।

**গ) উত্তরঃ** উদ্দীপকে যে দলটির কথা বলা হয়েছে তার সাথে মুসলিম লীগের সাদৃশ্য রয়েছে।
*১৮৮৫ সনে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলে ভারতে সর্বশ্রেণির মানুষ এতে যোগদান করে। এ পর্যায়ে এসে দেখা যায় কংগ্রেস হিন্দুদের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করছে এবং মুসলমানদের স্বার্থগুলো উপক্ষিত হচ্ছে। তাই মুসলিম নেতৃবৃন্দ নিজেদের জন্য একটি আলাদ রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন, যার ফলশ্রুতিতে ১৯০৬ সনে লিখিত ভারত মুসলিম লীগ এ নামে নুতন একটি রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়।
* এরপর মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বই থেকে লিখবে।

**ঘ) উত্তরঃ** বঙ্গভঙ্গ হলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস উপগ্রপন্থী কিছু নেতা সেটাকে মেনে নিতে পারেনি ফলে বঙ্গভঙ্গের শুরু থেকে তারা এর বিরোধীতায় লিপ্ত ছিল। এতে করে মুসলমানদের মনে একটি বিষয় আসতে লাগলো যে তাদের নিজেদের আলাদা একটি রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজন। তাই তারা ১৯০৬ সনে মুসলিম লীগ নামক একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলেন। যে দলটি জন্মলগ্ন থেকে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষায় কাজ করতে থাকে। নেহেরু রিপোর্ট প্রকাশিত হলে মুসলমানরা মমক্ষুন্ন হয়। ফলে জিন্নাহ সাহেব তাঁর দ্বি-জাতি তত্ত্ব ঘোষণা কারণ।
(এখানে দ্বি-জাতি তত্ত্বটি সেটি লিখবে বই থেকে।)
(এরপরে লিখবে লাহোর প্রস্তাব কি সংক্ষেপে।)
মূলতঃ লাহোর প্রস্তাবই মুসলমানদের আলাদা রাষ্ট্রের দাবীকে আরো জোড়দাড় করে তুলে। অবশেষে ইংরেজদের বিভেদনীতির ফলস্বরূপ ১৯৪৭ সনে ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

বিষয় ঃ পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

**৮ম অধ্যায় ঃ** জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি

## নমুনা প্রশ্ন-০৫

দেশে 'করোনা' সনাক্ত হওয়ার পর সকল জনগণকে মাস্ক ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। দেখা যাচ্ছে এই মাস্ক ব্যবহার করে মানুষ সেটি যততত্র ফেলে দিচ্ছে। এতে করে একদিকে যেমন পরিবেশ দূষিত হচ্ছে অন্যদিকে সংক্রমণ ও দ্রুত ছাড়াচ্ছে। এ অবস্থায় সচেতন জনগণের ব্যানারে সারাদেশে মানববন্ধন হয়েছে। ফলে সরকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য তরিৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

ক) রাজনৈতিক সংস্কৃতি কি? ১
খ) জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরস্পর সম্পর্কিত-ব্যাখ্যা কর। ২
গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত জনগণের মধ্যে কিসের প্রতিফলন ঘটেছে? পাঠ্য বইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সফল করতে হলে সরকারের এই ধরনের পদক্ষেপ জরুরী-কথাটি উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

## নমুনা উত্তর-০৫

**ক) উত্তরঃ** রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে সেসব মনোভাব, বিশ্বাস, অনুভূতি ও মূল্যবোধকে বোঝায় যা মানুষের রাজনৈতিক আচরণ ও মূল্যুবোধকে নিয়ন্ত্রণ করে।

**খ) উত্তরঃ** জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ সুষ্ঠু ও সচেতন জনমহ গণতন্ত্রের প্রাণ। আর সুষ্ঠু ও সুস্থ জনমত গড়ে তুলতে হলে চাই সুস্থ ও উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতি। জনগণের রাজনৈতিক মূল্যবোধ যদি উন্নত না হয়, জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি যদি উদার ও মানবিক না হয়, একে অপরের মতের প্রতি সহনশীল না হয়। সংবাদ মাধ্যম যদি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ না হয়, তাহলে সেখানে রাজনৈতিক সংস্কৃতির মান অত্যন্ত দুর্বল। কোন দেশে রাজনৈতিক সংস্কৃতির মান যদি দুর্বল হয় সে দেশে সুষ্ঠু জনমত গড়ে ওঠতে পারে না। আবার জনমতের প্রভাব রাজনৈতিক সংস্কৃতি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে পারে।
তাই বলা যায় জনমহ ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।

**গ) উত্তরঃ** উদ্দীপকে উল্লিখিত জনগণের মধ্যে জনমতের প্রতিফলন ঘটেছে।

- ❖ এর পরে জনমত কি তার ব্যাখ্যা দেবে। অর্থাৎ জনমতের বিভিন্ন সংজ্ঞা পাঠ্য বই থেকে লিখবে।

**ঘ) উত্তরঃ** উদ্দীপকে উল্লেখিত সরকারের পদক্ষেপটি ছিল খুবই সময়পোযোগী ও সঠিক।
* জনমত হলো রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রাণ। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারের স্থায়িত্ব ও সাফল্য নির্ভর করে জনমতের ওপর। এজন্য আধুনিক কালে সরকার ও সরকার গঠনে প্রত্যাশী রাজনৈতিক দলগুলো জনমতের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে।
(এ পর্যায়ে মোজাম্মেল হকের বই থেকে গণতন্ত্র ও জনমহ অনুচ্ছেদটি লিখবে।)
সর্বশেষে লিখবেঃ
গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের জন্য জনগণের দ্বারা পরিচালিত জনগণের শাসন। এতএব জনমতকে উপেক্ষা করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আধুনিক প্রতিনিধিত্ব মূলক গণতন্ত্র জনমতের ওপর নির্ভরশীল তাই আমরা বলতে পারি সরকারের এই পদক্ষেপ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থারই প্রতিফলন। সরকার জনমতকেই প্রাধান্য দিয়েছে বলেই এই ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে।